গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ


# কাজী রিয়াজুল হক

চেয়ারম্যান

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ

ঠিকানা ঃ বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫, বাংলাদেশ

যোগাযোগ ঃ +৮৮ ০২ ৫৫০১৩৭১৩ (টেলিফোন)
+৮৮ ০২ ৫৫০১৩৭১৭ (ফ্যাক্স)
+৮৮ ০১৯৭৪০১৬১৭১ (মোবাইল)

ই-মেইল ঃ chairman@nhrc.org.bd ; krh_bnhri@yahoo.com


ডি ও নংঃ এন এইচ আর সি বি/চেয়ার/১৪২/১৮-৬৫ তারিখঃ ২৬/১২/১৮

প্রিয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার,

আমার ভালবাসা ও শুভেচ্ছা নিবেন।

আপনি অবগত আছেন যে, মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০৯ সালের আইন দ্বারা একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে কমিশন দেশে মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

আমরা আশা করি আপনার সুযোগ্য নেতৃত্বে আসন্ন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন একটি অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, অংশগ্রহণমূলক ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হবে। ধর্মীয় ও নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, নারী, পুরুষ, প্রতিবন্ধী, তৃতীয় লিঙ্গ, দলিত, হরিজন- প্রত্যেকেরই ভোটাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাচনের আগেই ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মাধ্যমে নিরাপত্তা জোরদার করা প্রয়োজন। একইসঙ্গে সার্বক্ষণিক নজরদারি রাখা প্রয়োজন যাতে কোন স্বার্থান্বেষী মহল নির্বাচন বানচাল বা প্রশ্নবিদ্ধ করার সুযোগ না পায়। এ ব্যাপারে আপনার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। কারণ একটি অবাধ, সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন জাতির প্রত্যাশা।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন "নির্বাচনকালীন মানবাধিকার সংরক্ষণ" এর বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে ইতোমধ্যে যশোর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, চট্টগ্রাম, মুন্সিগঞ্জ, রংপুরসহ বিভিন্ন স্থানে মতবিনিময় সভার আয়োজন করেছে এবং নিরাপদ নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। কমিশন মনে করে, কেউ যাতে কোনপ্রকার সহিংসতা সৃষ্টি করে বা জনমনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করার সুযোগ না পায় সেবিষয়ে সকলকে সতর্ক থাকতে হবে। এরই ধারাবাহিকতায় ২৪ ডিসেম্বর ২০১৮ ঢাকায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সম্মেলন কক্ষে আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, বিশিষ্ট নাগরিক, ছাত্র-শিক্ষক, আইনজীবী,বিভিন্ন নির্বাচনী সহিংসতায় ভুক্তভোগী ও গণমাধ্যম কর্মীদের উপস্থিতিতে "নির্বাচনকালীন মানবাধিকার সংরক্ষণ" বিষয়ক একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় আলোচকরা নির্বাচনকে নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ তুলে ধরেন-

- সকলেই যাতে নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে চলে সেবিষয়ে নির্বাচন কমিশনকে সার্বক্ষণিক নজরদারি রাখতে হবে;
- সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২ (গ) এর আলোকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার করা যাবে না- এই বিধান নিশ্চিত করতে হবে;
- ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সার্বক্ষণিক উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে;
- ধর্মীয় সংখ্যালঘু, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, নারী, প্রতিবন্ধী, তৃতীয় লিঙ্গ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসহ সবার ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে হবে;
- "ভোটাধিকার-মানবাধিকার"- নতুন ভোটারদের ভোটাধিকার প্রয়োগে উৎসাহিত করতে হবে;
- কোন স্বার্থান্বেষী মহল যাতে নির্বাচন বানচাল করতে না পারে সেজন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের কার্যাবলী ও আচরণে অধিকতর দায়িত্বশীলতা বজায় রাখতে হবে;
- নির্বাচনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উস্কানিমূলক তথ্য ছড়ানো হচ্ছে কি-না সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে;
- নির্বাচনের দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা- কর্মচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে তারা নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করতে পারে;

সর্বোপরি সাম্প্রদায়িক নির্যাতন বা যেকোনো ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলে দ্রুত আইনি সহায়তা প্রদানসহ ধর্ম,-বর্ণ-গোত্র-ভাষা-লিঙ্গ-বিত্ত নির্বিশেষে সকল শ্রেণী পেশার ভোটারদের নির্বিঘ্নে ভোট প্রদান নিশ্চিত করতে সবার সমন্বিত প্রচেষ্টা ও নির্বাচন পরবর্তী নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের কার্যকরী উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়।

আমরা আশা করি সকল প্রতিবন্ধকতাকে সফলভাবে অতিক্রম করে কোনরকম সহিংসতা ছাড়াই উৎসবমুখর পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং এতে সকল নাগরিক তাদের মানবিক মর্যাদার সাথে নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে ভোট প্রদান করতে পারবে। পরিশেষে, গনতান্ত্রিক উপায়ে একটি সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আপনার সার্বিক সাফল্য কামনায়,

২৬/১২/২০১৮

কাজী রিয়াজুল হক
চেয়ারম্যান
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

জনাব কে. এম. নুরুল হুদা
প্রধান নির্বাচন কমিশনার
বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন